দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে দেশীয় পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর রামকৃষ্ণপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মদনের ঘাটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিজিবি জানায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একটি চৌকস টহল দল সেখানে বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় একটি একনলা দেশীয় পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলির আনুমানিক সিজার মূল্য ১০ হাজার ৪০০ টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) জানায়, সীমান্তে অবৈধ অস্ত্র, মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ইবিতে ক্যারিয়ার হাব স্থাপনের লক্ষ্যে ব্র্যাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার হাব স্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্র্যাকের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিসের কনফারেন্স রুমে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা স্মারকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. ইদ্রিস আলী এবং ব্র্যাকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্র্যাকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ক্লাস্টারের সিনিয়র ডিরেক্টর সাফি রহমান খান।

সমঝোতা স্মারকের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ‘ক্যারিয়ার হাব’-এর একটি অফিস স্থাপন ও পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন, বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং চাকরির বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ক্যারিয়ার হাব।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমতাজ হোসেন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. ইদ্রিস আলী, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান।

উপস্থিত ছিলেন ইবির সেন্ট্রাল ল্যাবের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রশাসন গঠিত কমিটির আহবায়ক কাজী মোস্তফা আরিফসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

ব্র্যাকের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ক্লাস্টারের সিনিয়র ডিরেক্টর সাফি রহমান খান, ক্যারিয়ার হাবের ম্যানেজার (এমপ্লয়মেন্ট) মো. আলিউল আজীম, ব্র্যাক স্কিলস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্যারিয়ার হাব প্রজেক্টের ম্যানেজার জে.এম সাইফুল ইসলাম, ক্যারিয়ার হাবের খুলনা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার আদিব আহসান শান্তু, ব্র্যাক স্কিলস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্যারিয়ার কাউন্সিলর ফারহা রহমান এবং খুলনা হাবের অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড এনরোলমেন্ট ইউনিটের সাজ্জাদুল ইসলাম।

ব্র্যাকের ক্যারিয়ার হাব সম্পর্কে প্রজেক্ট ম্যানেজার জে.এম

সাইফুল ইসলাম জানান, দেশে ৪৭.৫ মিলিয়ন তরুণের মধ্যে প্রায় ৯.৩৯ শতাংশ বেকার, যার মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বা গ্র্যাজুয়েটদের বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। প্রতি তিনজন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে একজন বেকারত্বের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই সংকট নিরসনে ২০১২ সাল থেকে ব্র্যাক সুবিধাবঞ্চিতদের দক্ষ করে তোলার কাজ শুরু করলেও ২০২০ সাল থেকে তরুণদের সরাসরি কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘ক্যারিয়ার হাব’।

তিনি জানান, বর্তমানে ৭টি সেন্টারের আওতায় প্রায় ৭১ হাজারের বেশি তরুণকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং প্রায় ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে কাউন্সেলিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৪০০ জনের বেশি তরুণকে সরাসরি বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

জে.এম সাইফুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক এই মডেলে তরুণদের জন্য ক্যারিয়ার অ্যাওয়ারনেস, চার ধরনের অ্যাসেসমেন্ট, নিয়মিত কাউন্সেলিং, সিভি রিভিউ, মক ইন্টারভিউ এবং সরাসরি কর্পোরেট এক্সপোজারের সুবিধা রয়েছে। সাধারণ জব ফেয়ারের বাইরে গিয়ে ‘ক্যারিয়ার এক্সপো’-তে অন-স্পট ইন্টারভিউ ও চাকরি নিশ্চিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। পাশাপাশি উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশনা এবং ব্যাংক বা এজেন্সির সহযোগিতাও দেওয়া হয়।

এছাড়াও ক্যাম্পাসে সরাসরি অন-স্পট নিয়োগ, ফেলোশিপ, গবেষণা অনুদান এবং গ্লোবাল সিটিজেনশিপ উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং আধুনিক কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিশ্বমানের আধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে আন্তর্জাতিক মানের ‘মাল্টি-সেন্সরস স্পেস’ স্থাপনসহ বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বিত একাডেমিক চুক্তি ও একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার আন্তর্জাতিক সংযোগ জোরদারের এই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজস্ব অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

উপাচার্য আরো বলেন, শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সনদ প্রদানের মধ্যে

শিক্ষা সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দক্ষ, পেশাদার এবং কর্মসংস্থান উপযোগী প্রকৃত মানবসম্পদে রূপান্তর করাই বর্তমান প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ঢাকা-কেন্দ্রিক জনসংখ্যার চাপ ও অভিবাসন কমাতে হবে। দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষিত বেকারত্ব নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে বেকারত্বের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার যে ঝুঁকি রয়েছে, তা মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন।

তথ্য প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিস।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ পর মাঠে কৃষি কর্মকর্তারা, কৃষকদের দিলেন পরামর্শ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের মদনা ডাঙ্গা গ্রামের কলা ও করলা চাষিদের মাঠপর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত খোঁজ না পাওয়ার অভিযোগ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশের পর কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার দুপুরে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা সরেজমিনে মদনা ডাঙ্গা গ্রামের বিভিন্ন কলা ও করলা ক্ষেত পরিদর্শন করেন।

এ সময় তারা ফসলের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি রোগবালাইসহ চাষাবাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কৃষকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন।

পরে কর্মকর্তারা কলা ও করলা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, রোগবালাই দমন, সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের

প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

মাঠ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজী শাহনেওয়াজ, অতিরিক্ত উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার গোস্বামী, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহমুদা পারভীন।

মেহেরপুর জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজী শাহনেওয়াজ বলেন, “কৃষকরা কলা ও করলা গাছে রোগবালাইসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এবার বৃষ্টির পরিমাণ বেশি ছিল। বর্তমানে রোদের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গাছ যখন বেশি রসালো থাকে, তখন কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে সেখানে ভাইরাস বা জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। এ কারণে রোদের তীব্রতা যত বাড়ে, গাছের পাতা তত লাল হয়ে যায়। যেহেতু এখানে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমরা মাটি পরীক্ষা করব এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে।”

কৃষি কর্মকর্তাদের সরেজমিনে জমি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন স্থানীয় কলা ও করলা চাষিরা। তারা বলেন, মাঠপর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরামর্শ ও সহযোগিতা পেলে রোগবালাই মোকাবিলা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সহজ হবে। এতে ফসলের উৎপাদনও বাড়বে বলে আশা করছেন চাষিরা।

আবরার ফাহাদের চেতনা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘আবরার ফাহাদের চেতনা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে। খুনি হাসিনা এবং শহীদ হাদীর আসামিদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারত তার অবস্থান স্পষ্ট না করলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যাবেন না। তার মানে কি?

বিএনপি সরকার আবরার ফাহাদের চেতনাকে ধারণ করে। আমরা ভারতের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলছি। অতীতের রাখীবন্ধন ছিন্ন করে আমরা ভারতের সঙ্গে সম্মান এবং মর্যাদার সম্পর্ক গড়তে চাই।’

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙা কবরস্থানে বুয়েট শিক্ষার্থী শহীদ আবরার ফাহাদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেছেন।

তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপি সরকার আবরার ফাহাদের চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। কুষ্টিয়ায় শহীদ আবরার স্টেডিয়ামসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে হল করা হয়েছে। শহীদ আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার বাংলাদেশের মাটিতেই হবে ইনশা আল্লাহ।’

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এটার স্বীকৃতিও রয়েছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের অধ্যায় ক্লোজ হয়ে গেছে। নতুন করে বাংলাদেশে আর আওয়ামী লীগ ফেরার সুযোগ নাই। কিন্তু শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। শেখ হাসিনাকে ফেরানোর ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলাম সহযোগিতা করছে।’

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামকে উদ্দেশ্য করে রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘জ্বালানি সংকট একটি জাতীয় সংকট। জাতীয় সংকটকে পুঁজি করে জামায়াত বা ১১ দলীয় জোট লংমার্চ করছে। এতে দেশে জ্বালানি সংকট আরও বাড়বে। আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করুন। আপনারা যদি এই ভাবে লংমার্চ করেন, রাষ্ট্রকে অশান্ত করেন, তাহলে তো আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে।’

জামায়াত ইসলামকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে ‘রাশেদ খাঁন বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা তো অপেক্ষা করছে। জামায়াত কতদিনে রাষ্ট্রকে অশান্ত করে। জামায়াতের ওপর নির্ভর করছে আওয়ামী লীগ ফিরে আসার। আওয়ামী লীগ ফিরে আসলে শহিদ আবরার ফাহাদকে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। সেইভাবে আমাকে আপনাকে হত্যা করবে। আমার কাছে মনে হয় জামায়াত আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনার জন্য এক ধরনের চক্রান্ত করছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ সোচ্চার রয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকত উল্লাহ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা আখতার,

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বাড়ছে পদ্মার পানি, নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পদ্মা নদীবেষ্টিত রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী ইউনিয়নে নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দৌলতপুর এলাকায় নদীর পানি ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। এতে দুই ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

শনিবার সরেজমিনে দেখা যায়, বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি মাঠ, ঘরবাড়ি, পথঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পানিবন্দি মানুষ ছুটছে নিরাপদ আশ্রয় ও খাবারের সন্ধানে। অধিকাংশ রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে মানুষের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গবাদি পশু ও শিশুদের নিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তারা।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মার পানি বেড়েই চলেছে। এক সপ্তাহে নদীর পানি প্রায় ৮৮ সেন্টিমিটার বেড়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপৎসীমার প্রায় ৯২ সেন্টিমিটার নিচে ছিল। গতকাল শুক্রবার তা ছিল ৭২ সেন্টিমিটার নিচে।

উপজেলার চিলমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমার ১৯টি গ্রামের সব নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়িতে পানি উঠেছে। গতরাতে পানি আরও বেড়েছে। এতে পানিবন্দি হয়ে নারী-শিশুসহ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ বেকায়দায় পড়েছে। তাদের গবাদি পশু নিয়ে চরম বেগ পেতে হচ্ছে।’

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, ‘আমার ইউনিয়নের ২১টি গ্রামের প্রায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য গুহ শনিবার বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে বন্যাকবলিত দুটি ইউনিয়নের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫০ পরিবারকে শুকনা খাবার বিতরণ করেছি এবং নতুন করে আজ ২৫০ পরিবারের মাঝে শুকনা খাবারের পাশাপাশি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। আরও ১৬ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা রবিবার বিতরণ করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যেই আমরা দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং বন্যাকবলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা না আসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও পর্যায়ক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।’

ভেড়ামারায় বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে নারী ও শিশুসহ আহত-২২

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ২৪ ঘণ্টায় বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ অন্তত ২২ জন আহত হয়েছেন।

গত রোববার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত উপজেলার দুটি ইউনিয়নে পৃথক এ ঘটনা ঘটে। হঠাৎ কুকুরের এমন উপদ্রব বাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্তদের মধ্যে উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ৬৮ পাড়া এলাকায় ১২ জন এবং মোকারিমপুর ইউনিয়নের গোলাপনগর ও আশপাশের এলাকায় ১০ জন রয়েছেন।

আহতরা হলেন বাহিরচর ইউনিয়নের জহুরুল, আব্দুল হান্নান, নায়েব আলী মোল্লা, ডাবলু মোল্লা, জাহাঙ্গীর, রুবিনা, হালিম, বাবুল, রজিনা, রিয়াদুল, বাইজিদ ও মানিক। অন্যদিকে মোকারিমপুর ইউনিয়নের

গোলাপনগর এলাকার আহতরা হলেন মো. হালিম (৪০), বাইজিদ (৫), বাপ্পি (২৮), মোছা. রিজিয়া খাতুন (৫৫), মো. ফিরাজুল (৪৫), মোছা. জামেলা খাতুন (৪০), মো. বাবলু (৫৫), মো. নাজমুল (২৩), মোহাম্মদ নুর (৬) ও মোছা. খাদিজা (১০)। আক্রান্তদের তাৎক্ষণিকভাবে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মিজানুর রহমান জানান, কুকুরের কামড়ে আহত ২২ জনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। তিনি শিশু ও বয়স্কদের সতর্ক রাখার পাশাপাশি আক্রান্তদের দ্রুত হাসপাতালে আনার পরামর্শ দেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমিরুল আরাফাত জানিয়েছেন, কুকুরের কামড়ে আহত এক ব্যক্তি সরকারি সহায়তার জন্য তার দফতরেও এসেছিলেন। তবে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বেওয়ারিশ কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কুকুর মারার কোনো সুযোগ নেই। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

কুষ্টিয়ায় হাজতখানায় আত্মহত্যার চেষ্টা, বাঁচাল পুলিশ

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার হাজতখানায় ইকবাল শেখ (৪১) নামের এক আসামি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এ সময় আরেক আসামির চিৎকারে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কুমারখালী থানার হাজতখানায় এ

ঘটনা ঘটে। থানার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে এ ঘটনার প্রমাণ মিলেছে।

আসামি ইকবাল শেখ উপজেলার সদকী ইউনিয়নের বাটিকামারা এলাকার মৃত ইসলাম শেখের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্পেশাল ডিউটি চলাকালে সোমবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পাঁচটি মুরগিসহ ইকবাল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। এ সময় তাঁর কথাবার্তা অসংলগ্ন হওয়ায় এবং মুরগিগুলোর বিষয়ে সঠিক তথ্য-প্রমাণ দিতে না পারায় ভোর ৬টার দিকে তাঁকে আটক করে থানার হাজতখানায় রাখা হয়।

পরে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ইকবাল আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এ সময় হাজতে থাকা অপর এক আসামি বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার করলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন জানান, পাঁচটি মুরগি দেখে সন্দেহ হওয়ায় ইকবাল শেখকে আটক করে থানার হাজতে রাখা হয়েছিল। পরে হাজতখানায় তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

ওসি আরও জানান, হাজতখানায় আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে।

কুষ্টিয়া শহরের বেহাল সড়ক নিয়ে উদ্বেগ, দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ জেলা পরিষদ প্রশাসকের

কুষ্টিয়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়কের বেহাল দশায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন পৌরবাসী। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে কোথাও পিচ উঠে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আবার কোথাও ভাঙাচোরা সড়কে যানবাহন চলাচলও কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্ষায় এসব গর্তে পানি জমে

দুর্ভোগ আরও বাড়ছে।

এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে শহরের মাহাতাব উদ্দিন সড়কের ‘রাজুর কবর’ এলাকার দীর্ঘদিনের বেহাল সড়ক সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

গতকাল সোমবার দুপুরে তিনি ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় সড়কের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং ভাঙাচোরা ও চলাচলের অনুপযোগী পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন।

পরিদর্শনকালে কুষ্টিয়া পৌর প্রশাসক মো. জাকির হোসেনকে সড়কটি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল হাই সিদ্দিকী, চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক ফুয়াদ রেজা ফাহিম, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাহাতাব উদ্দিন সড়কের ‘রাজুর কবর’ এলাকার সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে আছে।

প্রতিদিন এ পথে বিপুলসংখ্যক মানুষ, রিকশা, ইজিবাইক, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। সড়কের খানাখন্দের কারণে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ, শিক্ষার্থী ও রোগীদের চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

শুধু মাহাতাব উদ্দিন সড়ক নয়, শহরের আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছেন পৌরবাসী। তাঁদের দাবি, বড়বাজার থেকে লাহিনী সড়কের বিভিন্ন অংশ, পিটিআই সড়ক, অর্জুনদাস আগরওয়ালা সড়ক, হাউজিং কদমতলা, নিশান মোড়, কলেজ মোড়সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

কুষ্টিয়া পৌরসভার সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পৌর এলাকায় মোট সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৩৬ দশমিক ৯০ কিলোমিটার। এর মধ্যে পাকা সড়ক ২৫৯ দশমিক ৭৪ কিলোমিটার, সেমি-পাকা ৩৭ দশমিক ৩৭ কিলোমিটার এবং কাঁচা সড়ক ১৩৯ দশমিক ৭৯ কিলোমিটার। একই সঙ্গে পৌর এলাকায়

বিভিন্ন শ্রেণির ড্রেন রয়েছে মোট প্রায় ৩৯৬ দশমিক ৭২ কিলোমিটার।

সড়কের সঙ্গে ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমন্বয় না থাকলেও বর্ষাকালে দুর্ভোগ বাড়ে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির পানি জমে সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত আরও নষ্ট হচ্ছে।

তবে পৌরবাসীর বক্তব্য, বড় প্রকল্পের পাশাপাশি শহরের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও দ্রুত সংস্কারও জরুরি। কারণ এসব সড়ক দিয়েই প্রতিদিন শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, রোগী ও সাধারণ মানুষকে চলাচল করতে হয়।

শহরের বিভিন্ন সড়কের এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের দাবি, শুধু জরুরি ভিত্তিতে গর্ত ভরাট নয়, ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলোর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, টেকসই নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

পৌরবাসীর অভিযোগের পর জেলা পরিষদের প্রশাসকের সরেজমিন পরিদর্শন এবং পৌর প্রশাসককে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা। এখন দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্ভোগের অবসান হবে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা।

কুষ্টিয়ায় নবাগত পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

কুষ্টিয়া জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন জেলার নবাগত পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম। একই সঙ্গে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মাদকমুক্ত কুষ্টিয়া গড়ে তুলতে পুলিশ ও গণমাধ্যমের সমন্বিত ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি।

সোমবার দুপুর ৩টায় কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের

সঙ্গে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় নবাগত পুলিশ সুপার উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধের ধরন ও প্রবণতা, জননিরাপত্তা, মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন।

এ সময় সাংবাদিকরা কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও জনদুর্ভোগের বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশের সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের কার্যকর যোগাযোগ আরও জোরদারের বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ দেন।

মতবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পুলিশ একা কাজ করে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারে না। এজন্য পুলিশ, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার সম্পর্ক থাকা জরুরি।

তিনি বলেন, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধ, মাদক ও সামাজিক অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, কুষ্টিয়াকে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মাদকমুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতে পুলিশের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পান, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে। পুলিশের কার্যক্রমে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করে তিনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সবাইকে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

সভায় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকেও জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে পুলিশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ ও গণমাধ্যমের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মতবিনিময় সভায় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড

অপস্) ফয়সাল মাহমুদ, কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১ (ডিএসবি), জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কুষ্টিয়ার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নবাগত পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাংবাদিকদের এ মতবিনিময় সভাকে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের রোমানের সাফল্য

বাবা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। বিআরবিতে হেলপার হিসেবে কাজ করে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালে হঠাৎ বাবাকে হারিয়ে পরিবারটির জীবনে নেমে আসে কঠিন বাস্তবতা। সেই কঠিন সময়েও থেমে থাকেনি স্বপ্ন। মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিজের অধ্যবসায়ে সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে গেছে মোহাম্মদ রোমান।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার চৌরহাস ফুলতলার বাসিন্দা রোমান এ বছর কুষ্টিয়া জিলা স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করে সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে।

রোমানের বাবা মরহুম মিরাজুল ইসলাম বিআরবিতে হেলপার হিসেবে চাকরি করতেন। পরিবারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। কিন্তু ২০২০ সালে তার মৃত্যুতে সংসারের দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়ে রোমানের মায়ের ওপর।

স্বামীকে হারিয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে লড়াই শুরু করেন রোমানের মা। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সন্তানের পড়াশোনাকে কখনো বোঝা মনে করেননি। নিজের কষ্টকে আড়াল করে ছেলের লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। মায়ের সেই ত্যাগই রোমানের কাছে হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

রোমানও বুঝেছিল, তার সামনে পথ সহজ নয়। তাই অন্য অনেকের মতো সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় না থেকে নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়মিত পড়াশোনায় মন দেয়। মায়ের কষ্ট, বাবার স্মৃতি এবং পরিবারের প্রত্যাশাকে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যেতে থাকে সে।

অবশেষে কুষ্টিয়া জিলা স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করে রোমান প্রমাণ করেছে, প্রতিকূলতা কখনো স্বপ্নের পথে শেষ কথা নয়।

রোমানের এই সাফল্যে তার পরিবার, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তবে রোমানের কাছে এই অর্জন শুধু একটি ফলাফল নয়, এটি তার মায়ের দীর্ঘদিনের ত্যাগ, সংগ্রাম ও ভালোবাসার প্রতিদান।

রোমানের স্বপ্ন এখন আরও বড়। ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে চায় সে। বাবাকে হারানোর শূন্যতা পূরণ করার ক্ষমতা কারও নেই, কিন্তু নিজের সাফল্যের মাধ্যমে মায়ের মুখে হাসি ফোটানোই এখন তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

একজন সংগ্রামী মায়ের সন্তান রোমানের গল্প তাই শুধু গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়ার গল্প নয়। এটি একজন বাবাকে হারানো সন্তানের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, একজন মায়ের আত্মত্যাগের গল্প এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার গল্প।

বাবা নেই, সামর্থ্য সীমিত, কিন্তু স্বপ্ন থেমে থাকেনি। মায়ের কষ্টকে শক্তি বানিয়ে রোমান আজ সাফল্যের পথে।